দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

04 2002

শীঘ্রই ঢাবি খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটিকে পুনর্গঠিত করে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট প্রদানের অনুরোধ জানান হয়। পুনর্গঠিত কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল ইসলাম আহ্বায়ক এবং নতুন প্রক্টর এএসএম আতিকুর রহমান সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। গতকাল নির্ধারিত সময় বিকেল ৫টায় প্রশাসনিক ভবনে ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর এ এফ এম ইউসুফ হায়দারের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের সভা শুরু হয়। কোন পরিস্থিতিতে কেন সাবেক ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন ভারপ্রাপ্ত ভিসি তা সিন্ডিকেট (২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

শীঘ্রই ঢাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সদস্যদের অবহিত করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ঘটনা বিশেষ করে প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনোয়ার হোসেনকে আহত করে তার পা ভেঙ্গে দেয়ার নির্দয় কর্মকান্ডে পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান, সংযম ও ধৈর্য ধারণ করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান হয়। সভায় সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে বিচারপতি কে এম সোবহান, প্রফেসর শরিফ উল্লাহ ভুঁইয়া, প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহ, হাসানুজ্জামান স্বপন, প্রফেসর আসাদুজ্জামান, একে এম মাহমুদ, ডঃ নজরুল ইসলাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহম্মদ সেলিম উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে ভারপ্রাপ্ত ভিসি সাংবাদিকদের জানান, যথাশীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, ভারপ্রাপ্ত ভিসির নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডীনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটির সাথে বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য আবার সিন্ডিকেটের সভা আহ্বান করা হবে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি ঠিক থাকলে আশা করা যায় ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে যাবে।